

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

RNI : ASSBEN/2023/88999

Postal Regn No : SC-104/2025-2027

নতুন বছরে
সাব থাই জ!
নিউ জি ল্যান্ড
সিরিজের আগে ফের
বাইশ গজে কোহলি
চলং পৃষ্ঠা



VOL - 03, ISSUE - 3

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 2 January, 2026::: শুক্রবার, ২ জানুয়ারি, ২০২৬, ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

RS. 10/-

১০০ আসনে
একাই কংগ্রেস,
বাকি ২৬শে
শরিকরা : গৌরব

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : জোট নিয়ে বিলম্বে দলের অন্দরমহলেই বাড়ছিল ক্ষোভ। দু'দিন আগেই ভূপেন বরা সরাসরি বলেছিলেন, বিরোধী ভোট ভাগ হলে এর দায় পড়বে প্রদেশ কংগ্রেসের ওপরই। এই প্রেক্ষাপটে মিত্রতা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল বিগ ব্রাদার কংগ্রেস। '২৬শে-র বিধানসভা নির্বাচনে দিসপুর থেকে বিজেপিকে পরাজিত করার লক্ষ্যে কংগ্রেস একাই লড়বে ১০০ আসনে। বাকি ২৬টি আসন ভাগ-বাটোয়ার নিয়ে মিত্রদলের সঙ্গে আলোচনা হবে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে রবিবার তেজপুরে মিত্রতা ইস্যুতে এটাই জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস **এরপর দুয়ের পাতায়—**

ষষ্ঠ বিংশতিতম
রামকৃষ্ণনগর মিলন
উৎসব আগামী ৪
জানুয়ারি

গৌতম সরকার, রামকৃষ্ণনগর : রামকৃষ্ণনগর সোসাইটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবার ও ষষ্ঠ বিংশতিতম রামকৃষ্ণনগর মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে শিলচর শিলংপাট্রি স্থিত ছোটলাল শেঠ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আগামী ৪ জানুয়ারি। ওইদিন অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে থাকবে প্রথমে সমিতির সভাপতি শ্রীদীপ কর পতাকা উত্তোলন করবেন। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের দ্বারা। সকাল ১০:৫০ মিনিটে আলোচনা সভা। ১২ ঘটিকায় খেলাধুলা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা প্রতিযোগীদের মধ্যে। দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন ভোজন। এরপর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শিল্পী বৃন্দদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যার সময় গুণীজন সংবর্ধনা। এবং সবশেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি **এরপর দুয়ের পাতায়—**

গোপীনাথ বরদলৈর জন্যই আজ অসম ভারতের অংশ : শাহ

নগাঁওতেও শাহের নিশানায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : ফের একবার উত্তর-পূর্বে পৌঁছলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার অসমে একটি অনুষ্ঠান থেকে অসমবাসীর উদ্দেশে

বার্তা দিলেন শাহ। এদিন অসমের নগাঁও জেলায় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আবির্ভাব ক্ষেত্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখান থেকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের অবদানের কথা স্মরণ করেন অমিত শাহ।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে শাহ বলেন, 'আজ আমি ভারতের গোপীনাথ বরদলৈকে স্মরণ করতে চাই। যদি গোপীনাথ না থাকতেন, তাহলে আমাদের অসম আজ উত্তর ভারত তথা সমগ্র ভারতেরই অংশ হতে পারত না। গোপীনাথই জওহরলাল নেহরুকে অসমকে ভারতের মধ্যে রাখতে বাধ্য করেছিলেন।' শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে স্মরণ করে শাহ জানান, এই মহান ব্যক্তি ভক্তির মাধ্যমে সমাজকে একত্রিত করেছিলেন এবং ভারতের **এরপর দুয়ের পাতায়—**

‘এক সন্তানে থামবেন না, আরও চাই’

হিন্দু জনসংখ্যা বাড়াতে রাজ্যের দম্পতিদের বার্তা হিমন্তের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : হিন্দুদের জনসংখ্যা বাড়াতে নবদম্পতিদের বিশেষবার্তা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হিন্দুদের উদ্দেশে জানান, এক সন্তানে থামবেন না, আরও সন্তান চাই। হিন্দু দম্পতিদের অন্তত ৩টি করে সন্তান

নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবধান অনেক বেশি।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "হিন্দু দম্পতিদের আমার প্রস্তাব, আপনারা একটি সন্তানে থেমে থাকবেন না। কম করে দুটি সন্তান নেবেন। সম্ভব হলে তিনটি সন্তানের জন্ম দিন।" পাশাপাশি মুসলিমদের ৭-৮টি করে সন্তান না নেওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুদের **এরপর দুয়ের পাতায়—**

কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই বর্ষবরণের উষণতা শিলচরে, দুর্ঘটনা রুখতে শহর জুড়ে নাকা চেকিং

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : যখন এই কপি পড়ছেন, নতুন বছরের সকাল। ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ পয়লা জানুয়ারি। ২০২৬ এসে গেল নীরবে। অথচ থার্ডফ্রিস্টের রাতটা শিলচরের বুকে রেখে গেছে আলো, শব্দ আর নানা অনুভূতির দীর্ঘ রেশ। রেশ বিদায়ী বছরেরও। এই তো কপিটি লেখার সময় একঝাঁক তরুণ 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' চিৎকার করে করে হুশ করে বেরিয়ে গেল অফিসের সামনে দিয়ে। একটু আগেই শোনা যাচ্ছিল বর্ষবরণের বাজি-পটকার শব্দ। দূরে কোথাও অন্ধকার চিরে দেখা দিয়েছিল আকাশ-বাজি, আকাশ-বাতি। এদিকে নতুন বছরে পা রাখতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, কনকনে শীত উপেক্ষা করেই শহরটা সারা রাত ধরে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে আপন মেজাজে। কোথাও শোনা যাচ্ছে ডিস্কজকির

মনমাতানো তাল, তো দূরে ডিসএস চত্বরের গান মেলা থেকে ভেসে আসেছে নানা সুমধুর গানের কলি। কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট।

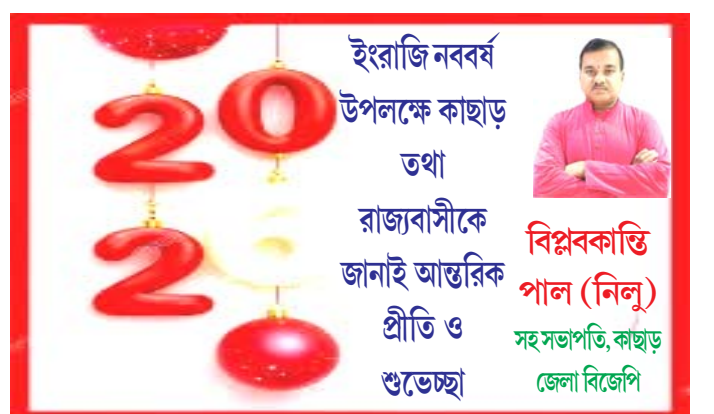
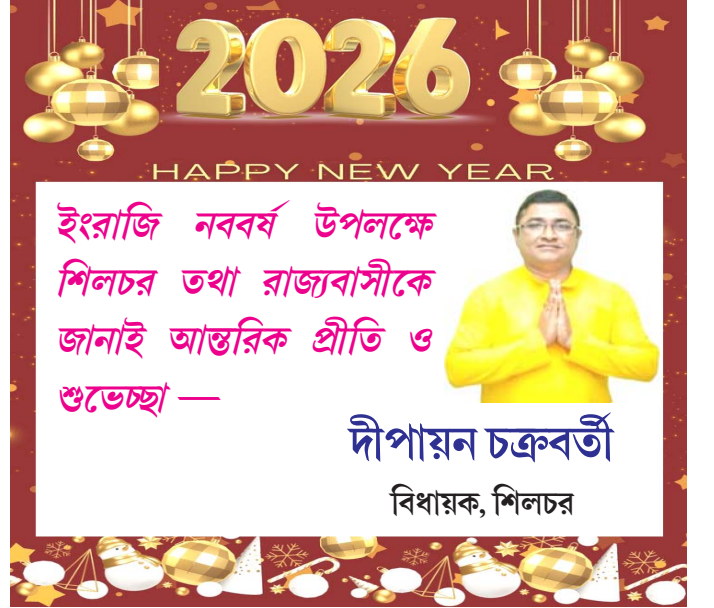
দু'দিন ধরেই শীত ছিল বেশ তীব্র। তাপমাত্রা নামতে নামতে শহরে শীতের দাপট যেন হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। বছরের শেষ দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আর ঠান্ডা হাওয়ায় জড়সড় হয়ে এসেছিল চারপাশ। তবু সেই শীতকে পাত্তা না দিয়েই মানুষ বেরিয়ে পড়েছিলেন বর্ষবিদায়ের আনন্দে।

নতুন বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে শিলচরের নানা জায়গায় (হোটলে-ধাওয়া) জমে উঠেছিল পার্টি আর ডিজের আসর। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কেউ আবার পরিবার নিয়ে **এরপর দুয়ের পাতায়—**

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরিবর্তনশীল সমাজে নৈতিকতার প্রয়োজন : হিমন্ত



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : পড়ুয়াদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার এবং নৈতিক দায়বদ্ধতায় চালিত গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত এক দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য বিশেষ **এরপর দুয়ের পাতায়—**



একের পাতার পর —

গোপীনাথ বরদলৈর জন্যই আজ অসম ভারতের অংশ : শাহ

সাংস্কৃতিক শিকড়কে শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শুধুমাত্র একজন সাধুই ছিলেন না। একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। যিনি সাংস্কৃতিকভাবে অসম ও সমগ্র উত্তর-পূর্বকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁর ভক্তি আন্দোলন আজও সামাজিক ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি নওগাঁওয়ের জনসভা থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়েও সরব হন অমিত শাহ। তিনি বলেন, হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম সরকার ১ লক্ষেরও বেশি জমি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের থেকে উদ্ধার করেছে। কাজিরাঙা পার্কও একটা সময় অনুপ্রবেশকারীর দখল করেছিল, সেখান থেকেও তাদের তাড়ানোর কাজ করেছে অসম সরকার।’

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরিবর্তনশীল সমাজে নৈতিকতার প্রয়োজন : হিমন্ত

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারের দিকটি তুলে ধরে বলেন, দেশ এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে এআই ব্যবহার করে এমন কথাও তৈরি ও প্রচার করা সম্ভব, যা কেউ কখনও বলেননি। ফলে পরে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন, কখনও কখনও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণও এআই-এর মাধ্যমে বিকৃত করা হয়, যা বিভ্রান্তি ও নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। তিনি জানান, অসম সরকার সম্প্রতি তথাকথিত গোল্ডেন ট্রায়াল-এ সাইবার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রায় ১৫০ জন যুবককে ফিরিয়ে এনেছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে এবং সমাজ যত বদলাচ্ছে, নৈতিকতার প্রয়োজন ততই বাড়ছে।

মালিগাঁওয়ের তরুণ সংঘ গ্রন্থাগারের মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এইচএসএলসি ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে গত ২৫ বছর ধরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান একটি ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানের সূচনার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ২০০২ সালে মাত্র ২৮৮ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধিত করা হয়েছিল। আজ সেই সংখ্যা বেড়ে ২,১১৬ জনে পৌঁছেছে, যা এই অঞ্চলে শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিফলন। তিনি আরও জানান, ২০০২-০৩ সালে যেসব শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বহু প্রচলিত পেশায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। তিনি মন্তব্য করেন, শিক্ষকতা ও চিকিৎসার মতো পেশাতেও প্রযুক্তি ও রোবোটিক্সের ওপর নির্ভরতা বাড়বে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিভিত্তিক বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

শিল্পোন্নয়নের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসম ধীরে ধীরে একটি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। তিনি ঘোষণা করেন, জাগীরোড প্রকল্পে উৎপাদিত সেমিকন্ডাক্টর চিপ ২০২৬ সালের জুলাই থেকে বিশ্বব্যাপী রফতানি করা হবে। তিনি বাঁশভিত্তিক শিল্পের ওপর সরকারের বিশেষ গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ডিমাহাসাও জেলায় বাঁশ থেকে মিথেন উৎপাদনের প্রকল্প শুরু হবে, আর নুমলিগড়ে বাঁশ ব্যবহার করে ইথানল উৎপাদনের একটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় উদ্ভাবনের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীদের মানসিক সুস্থতা উন্নত করতে শীঘ্রই অসমের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মিউজিক থেরাপি চালু করা হবে। অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি পরিবর্তিত জনসংখ্যাগত বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আগে সুখী পরিবারের জন্য দুই সন্তানকে আদর্শ ধরা হলেও, ভবিষ্যতে শিল্প, গবেষণা ও উদ্ভাবন বজায় রাখতে অন্তত তিন সন্তান প্রয়োজন হতে পারে।

তিনি খাদ্যপ্রযুক্তির নতুন দিকগুলির কথাও বলেন এবং উল্লেখ করেন, ল্যাবরেটরি-ভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন, যার মধ্যে বায়োফুডও রয়েছে, ক্রমশ বাড়ছে এবং এতে ঐতিহ্যবাহী বাজারের ওপর নির্ভরতা কমছে। বক্তব্যের শেষে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধারাবাহিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন, যাতে তারা পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সফলভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

হিন্দু জনসংখ্যা বাড়তে রাজ্যের দম্পতিদের বার্তা হিমন্তের

জন্মহার বাড়ানোর প্রেক্ষিতে হিমন্তের যুক্তি, “হিন্দুরা যদি বেশি সন্তানের জন্ম না দেয় তাহলে তাঁদের পরিবারের দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না।” উল্লেখ্য, শুধু মুখের কথা নয়, হিন্দুদের সন্তান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারিভাবেই উদ্যোগ শুরু হয়েছে অসমে। গত ৫ ডিসেম্বর অসম সরকার তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, চা বাগান, মোরান এবং মটক সম্প্রদায়ের জন্য দুই সন্তানের নিয়ম শিথিল করেছে। পরিকল্পনা চলছে ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনার নয়া নীতি বাস্তবায়নের। এর আগে গত ৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, একদিকে রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩.১২ কোটি। যার মধ্যে মুসলিম ছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ (৩৪.২২ শতাংশ)। রাজ্যে ১.৯২ কোটি হিন্দু ছিল, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬১.৪৭ শতাংশ। ২০২৭ সালে রাজ্যে মুসলিমদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

১০০ আসনে একাই কংগ্রেস, বাকি ২৬শে শরিকরা : গৌরব

সভাপতি গৌরব গগৈ।

তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে মিত্রতা হবেই। এটা একশ’ শতাংশ নিশ্চিত। তবে আসন নিয়ে বিরোধী মিত্র দলের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। কংগ্রেস একা একশ’টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। বাকি কেন্দ্রে বিরোধী মিত্র দলের সঙ্গে আলোচনা করে ভাগ-বাটোয়ারা করা হবে। মিত্রতা প্রসঙ্গে এই প্রথম এপিসিসি সভাপতি গগৈ স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন।

গৌরব গগৈর এই মন্তব্যের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী মিত্র দলের নেতারাও। জাতীয় দলের সভাপতি সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈর প্রকাশ্যে এই মন্তব্য মিত্রতার ক্ষেত্রে এক শুভ ইঙ্গিত। এর ফলে বিরোধীদের মিত্রতা নিয়ে জনগণের মধ্যে সন্দেহ দূর হয়েছে। মিত্রতা যে হবে তা নিশ্চিত হয়েছে। এ বার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ১০০টি আসন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ বলেন, রাহুল গান্ধী ও গৌরব গগৈর নির্দেশে কংগ্রেস নেতা ভূপেন বরা তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন শনিবার। এই আলোচনায় কংগ্রেসের সঙ্গে রাইজর দলের মিত্রতা প্রায় সম্পন্ন। আসন নিয়েও আলোচনা হয়েছে ইতিবাচক। গগৈ বলেন, রাইজর দল বাস্তবসম্মতভাবে প্রার্থী চাইবে। যে কেন্দ্রে রাইজর দলের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে তেমন আসন দাবি করবে। তাঁর দল উজান, নিম্ন, মধ্য অসম, পাহাড় ও বরাকেও কাজ করছে। ফলে প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিনিধিত্ব করার মতো প্রার্থী চাইবে দল। তাঁর আশা, আসন নিয়ে তাঁর দল বা বিরোধীদের মধ্যে কোনও সংঘাত হবে না। তিনি বলেন, বিজেপিকে দিসপূর থেকে উৎখাত করাই বিরোধীদের লক্ষ্য। বিজেপি সরকারের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত রাজ্যের মানুষ। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিন টাকার ডিম ১০ টাকা হয়েছে, ৩ টাকার লবণ ৩৫ টাকা, ৪১৪ টাকার গ্যাস সিলিন্ডার ১১৫২ টাকা হয়েছে। এই সরকারের আমলে মানুষ সর্বস্বান্ত

আরও খবর.....

বিদায়ী বছরে কমেছে অপরাধ, রাজ্যে নিষ্পত্তি ৯৫ শতাংশ মামলার দারুণ সাফল্য পেয়েছে পুলিশ, দাবি এসডিজিপি-র

যুব বিচিরা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : রাজ্য জুড়ে ২০২৫ সালে নথিভুক্ত ৭০ হাজার এফআইআরের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। একই সঙ্গে অসমে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ২৬ থেকে পৌঁছেছে ৫০ শতাংশে। কমেছে ক্রাইমরেট, বেড়েছে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা। বুধবার বিদায়ী বছরের শেষ দিনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান অসম পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (এসডিজিপি) মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তা।

খানাপাড়ায় সদ্য উদ্বোধন হওয়া পুলিশ কমিশনারেট ভবনে বসে এসডিজিপি বলেন, তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজরদারি, পুলিশ আধিকারিকদের জবাবদিহি এবং বিদায়ী বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বাস্তবায়নের ফলেই এই সাফল্য

পেয়েছে অসম পুলিশ। মুন্নাপ্রসাদ আরও বলেন, যেসব তদন্তকারী আধিকারিক সঠিকভাবে চার্জশিট দাখিল করায় অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে, তাঁদের বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে বিভাগ থেকে। পাশাপাশি ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাজনিত ভুলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। এসবই হচ্ছে পুলিশের এ বছরের সাফল্যের পাসওয়ার্ড।

মুন্নাপ্রসাদ বলেন, ‘তদন্ত ব্যবস্থায় এক বড় পরিবর্তন এসেছে অসমে। ফরেনসিক তদন্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক। আগে ক্রাইম স্পটে যাওয়াটা কিন্তু তদন্তকারীর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। এখন সাত বছর বা তার বেশি সাজাযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে ক্রাইমস্পটে গিয়ে ভিডিওগ্রাফি করতে হবে।’ তাঁর কথায়, তদন্তের প্রাথমিক

হচ্ছেন।

ষষ্ঠ বিংশতিতম রামকৃষ্ণনগর মিলন উৎসব আগামী ৪ জানুয়ারি

হবে। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন উদযাপন কমিটির সভাপতি অসীম নাগ ও সম্পাদক উৎপল পাল।

কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই বর্ষবরণের উষ্ণতা শিলচরে, দুর্ঘটনা রুখতে শহর জুড়ে নাকা চেকিং

নিজস্ব পরিসরে বা রেস্টোরাঁ ও ক্লাবের আয়োজনে। রাতভর গান আর নাচের আয়োজন। বারোটা বাজার মুহূর্তে কাউন্টডাউন, করতালি আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে ভরে উঠে চারদিক। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে ব্যস্ত সড়ক—সব জায়গাতেই ছিল উৎসবের আমেজ।

তবে বর্ষবরণ মানেই শুধু উচ্চ শব্দের সঙ্গীত বা পার্টি নয়। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের জন্য এবছরও ডিসএ চত্বরে আয়োজন করা হয়েছিল সমকাল ও স্বরলিপির প্রতীক্ষিত গানমেলা। শীতের রাতে সেখানেও নাচে-গানে নতুন বছরকে স্বাগত জানান শিল্পী ও দর্শকরা। লোকসঙ্গীত, আধুনিক গান আর সমবেত পরিবেশনা—সব মিলিয়ে গানমেলা হয়ে ওঠে বর্ষবরণের এক অন্যরকম ঠিকানা। পরিবারের সকল বয়সের মানুষ সেখানে এসে আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন, যা শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও একবার উজ্জ্বল করে তুলেছে নতুন বছরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শহর জুড়ে ফুটেছে পটকা-বাজিও। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। আতশবাজির শব্দে, আলোয় আর উচ্ছ্বাসে মুহূর্তের জন্য হলেও ভুলে যাওয়া গিয়েছিল শীতের কাঁপুনি। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংযম বজায় রাখার বার্তা বারবার দেওয়া হয়েছিল, তবু বর্ষবরণের রাতে পটকার রোশনাই শিলচরের চেনা ছবিই হয়ে উঠেছিল।

এই আনন্দঘন রাত যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আগে থেকেই তৎপর ছিল কাছাড় জেলা প্রশাসন। এমবিআই বিভাগ ও ট্রাফিক পুলিশ বেশ কিছু দিন ধরেই শহরের রাস্তায় নজরদারি বাড়িয়েছিল। বর্ষবরণের রাতেও গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রধান সড়কগুলিতে নাকা চেকিং চলেছে। দু’চাকা, চারচাকা ও অটোরিকশা—সব ধরনের যানবাহনের চালকদের নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তা কড়া নজরে রাখা হয়েছিল।

বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ঠেকাতে। বিভিন্ন জায়গায় ব্রেক অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে চালকদের। পাশাপাশি উঠতি বয়সের বাইক চালকদের বেরোয়া গতির দিকেও ছিল পুলিশের কড়া নজর। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো বা নিয়ম ভাঙার ঘটনায় সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আজ বছরের প্রথম সকালে শহর কিছুটা নিশ্চুপ থাকবে। রাত জাগার ক্লাস্তি নিয়ে অনেকের ঘুম ভাঙবে দেরিতে। তবে বাতাসে এখনও শীতের কামড়। তবে সেই নিশ্চিন্ততার মধ্যেও গত রাতের আনন্দের ছাপ রয়ে গেছে। ২০২৫ বিদায় নিয়েছে নানা স্মৃতি রেখে, আর ২০২৬-এর প্রথম সকাল শিলচরকে দিয়েছে নতুন প্রত্যাশা। শীতের শহর আজও উৎসবের রেশ বুকে নিয়েই এগিয়ে চলেছেন নতুন দিনের দিকে। আর হ্যাঁ, এ বছর তো নির্বাচনের বছরও বটে।

স্তরে সামান্য ত্রুটিও আদালতে মামলাকে দুর্বল করে দিতে পারে। নতুন আইনি কাঠামোর বিষয়ে এসডিজিপি জানান, ‘সংশোধিত আইনগুলিতে ভিক্টিম ও সাধারণ মানুষের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন ভিক্টিমরা কিন্তু নিয়মিতভাবে তাঁদের মামলা কতটা এগিয়েছে, সে খবর জানতে পারেন। কারণ আমরা জানাতে বাধ্য। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই বিচার সম্পন্ন করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে না থাকে।’ সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তিনি ইলেকট্রনিক এফআইআর এবং ‘জিরো এফআইআর’-এর ধারণার কথা উল্লেখ করেন। গুপ্তা বলেন, এখন আর সাধারণ মানুষকে এক থানা থেকে অন্য থানায় ঘুরতে হবে না। যে কোনও থানায় অভিযোগ জানানো গেলেই তা সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মোমো থেকে নিহারি, শীতে পেটপুজোর রকমারি সস্তার, রইল রেস্তুরার হৃদিশ



সারাবছর খাওয়াদাওয়ায় যতই মেপেজুপে করল না কেন, উৎসবের মরশুমে তা লাগামছাড়া হবেই। তা আবার খানিকটা নির্ভর করে ঋতুর উপর। যদি বাতাসে হিমেল হাওয়া আর চারপাশে মনোরম পরিবেশ থাকে, তবে তো কথাই নেই। রোজকার ধরাবাঁধা রুটিন ভুলে ভরপুর পেটপুজোর আদর্শ সময়। এবছর বড়দিনের আগেই শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে শহর কলকাতায়। এমন সময় একটু উষ্ণতার খোঁজ করেন সবাই। খাবার পাতে তো বটেই। শীতের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে গরমাগরম স্ট্রিট ফুড দেখলে না চেখে কি দূরে থাকা যায়? মোটেই না। সাধ ও সাধের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শীতের কলকাতায় কোথায় কী খাবেন, তার খুঁটিনাটি রইল এই প্রতিবেদনে। শীতকালে মন চায় একটু গরম সুপ, নরম মোমো। পাহাড়ি এই খাবারটি বহুদিন হলো সমতলের অন্যতম জনপ্রিয় আর সুস্বাদু পদের

তকমা পেয়েছে। সারাবছরই মোমো পাওয়া যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তবে কলকাতায় বসে পাহাড়ি মোমোর স্বাদ পেতে হলে আপনাকে যেতেই হবে ময়দানের সিকিম হাউজে। বাঁশঘেরা রেস্তুরার আলো-আঁধারিতে সুপ আর মোমো আপনাকে নিয়ে যাবে সিকিমে। এছাড়া দক্ষিণ কলকাতার এন্টালির রিনচেন মোমো ও ট্রায়ামুলার পার্কের লেপচাও বিখ্যাত। পকেট থেকে খসবে জন প্রতি মাত্র ১৬০ থেকে ২০০ টাকা।

বছরভর রোল, চাউমিন তো খান। কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় শহরে হাটতে বেরিয়ে এসব খাবারের খাঁটি স্বাদ পেতে চলে আসুন যাদবপুরের চায়না গ্রিন বা কলেজ স্ট্রিটের দিলখুশা কেবিন, গুঞ্জ চাইনিজ ফুড, শোভাবাজারের মিত্র কাফে অথবা পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত হটকাটি রোলার দোকানে। মাথা পিছু খরচ পড়বে মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকা।

মোঘলাই খানা কাবাব নিশ্চয়ই পছন্দের? কিন্তু কোথায় গেলে উৎকৃষ্টতম কাবাবের স্বাদে মনপ্রাণ-পেট জুড়িয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন না। চোখ বন্ধ করে আপনার গন্তব্য হোক জাকারিয়া স্ট্রিট। হরেক কাবাবের সস্তার সেখানে। স্বাদে-গন্ধে আপনি মুগ্ধ হবেনই। খরচও এমন কিছু নয়, একজনের জন্য মাত্র ১০০ টাকা।

কচুরি, সিঙাড়া মুখে রোচে না, এমন ভোজনরসিক প্রায় বিরল। সকাল-বিকেল জলখাবারে চারটি কচুরি, ভাঙা ভাঙা আলুর টানটান তরকারি আহ। এমন ভালো খাবার আবার পৃথিবীতে আছে নাকি? আপনিও যদি এমনটাই মনে করেন, তবে শীতের সকালে রাস্তায় বেরিয়ে অবশ্যই চলে যান কলেজ স্ট্রিটের পুঁটুরাম কিংবা বউবাজারের ভীম নাগ অথবা হাতিবাগানের নকুড়ে। বাজি রেখে বলতে পারি, আপনার দিনটা শুরু হবে দারুণভাবে। খরচ আর কতই বা? খুব বেশি হলে মাথা পিছু ২৫ থেকে ৪৫ টাকা।

ওহ! কনকনে শীতে শহর কলকাতার আসল সুস্বাদু খাবারটার কথাই তো বলা হল না। সেটা হল মটন নিহারি। দীর্ঘক্ষণ ধরে মাংস গলিয়ে তুলতুলে নরম করে তার উপর বাছাই করা মশলা দিয়ে ঝোল ঝোল একটা পদ। কলকাতার খাদ্য ইতিহাসে এ অতি পুরনো এক রেসিপি। আর নিহারির স্বাদ মনভরে উপভোগ করতে চাইলে আসতেই হবে চাঁদনি চকের সাবির কিংবা জাকারিয়া স্ট্রিটের সুফিয়া রেস্তুরায়। শহরের খুব প্রাচীন এসব রেস্তুরায় নিহারির রন্ধন প্রণালী একেবারে ভিন্ন। এখানে অবশ্য বাজেট একটু বেশি। মাথা পিছু ২০০ থেকে ২৫০ টাকা খরচ হবে। তাতে কী? স্বাদের সঙ্গে কখনও সমঝোতা নয়।

ফাইব্রয়েডের কারণে ব্যথা কমাতে সহজ কিছু আসনে

জরায়ুতে ফাইব্রয়েড থাকলে ঋতুস্রাবের সময়ে পেটের যন্ত্রণা প্রবল হতে পারে। ফাইব্রয়েড অনেক মেয়েরই সমস্যা। এর কারণে যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব, পেট-কোমরে ব্যথা, সন্তানধারণে সমস্যা হতে পারে। ট্রান্সভার্জাইনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে ফাইব্রয়েড ধরা পড়ে। ফাইব্রয়েড আসলে জরায়ুর ভিতরে বাসা বাঁধা এমন এক ধরনের টিউমার, যার কারণে অধিক রক্তক্ষরণ হয়। এই টিউমার শরীরে বাসা বাঁধলে গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তাই জরায়ুর ফাইব্রয়েডের চিকিৎসা সময়মতোই করতে হবে। পাশাপাশি, কিছু যোগাসন করলেও উপকার হবে।

জরায়ুর যে অংশ থেকে ঋতুস্রাব হয়, তাকে বলা হয় সাব-মিউকাস। সাব-মিউকাস ফাইব্রয়েডসেই বেশি মহিলা আক্রান্ত হন। এর ফলে ঋতুস্রাবের সময়ে পেটে তীব্র যন্ত্রণা হয়, অত্যধিক রক্তক্ষরণ হয় এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যাও শুরু হয়। তাই এমন ব্যায়াম করতে হবে, যাতে ওই অংশের পেশির স্ট্রেচিং হয়। ফলে সমস্যা দূর হয়।

মার্জারাসন

প্রথমে মাটিতে দুই পা এবং হাতের উপর ভর দিয়ে বিড়ালের মতো ভঙ্গি করুন। এর পর এক বার পিঠ ফুলিয়ে মাথা নিচু করে শ্বাস নিন, আবার পেট ঢুকিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এই আসন অভ্যাস করুন ৫ বার করে অন্ততপক্ষে ৫ মিনিট।

বন্ধকোণাসন

প্রথমে কোমর-পিঠ টান টান করে মাটিতে বা ম্যাটের উপর বসুন। এ বার দুই হাঁটু ভাঁজ করে যোনির কাছে টেনে আনুন। পায়ের পাতা মুখোমুখি প্রণামের ভঙ্গিতে রাখুন। হাত দিয়ে টেনে ধরে রাখতে হবে। এ বার লম্বা শ্বাস নিয়ে কোমরের পেশি থেকে টেনে সামনের দিকে ঝুঁকতে থাকুন।

পেট মুড়ে মাথা দিয়ে মাটি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখতে হবে, কোনও ভাবেই যেন মেরুদণ্ড ভাঁজ হয়ে বা বেঁকে না যায়। এই অবস্থায় থাকুন মিনিট দুয়েক। তার পর আবার আগের অবস্থানে ফিরে যান।

সুপ্ত মৎস্যেন্দ্রাসন

প্রথমে শবাসনে শুয়ে পড়ুন, হাত দু'পাশে টানটান থাকবে। ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে, বাঁ পা মাটির সঙ্গে টানটান করে রাখুন।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাঁটুটিকে ধরে আপনার বাঁ

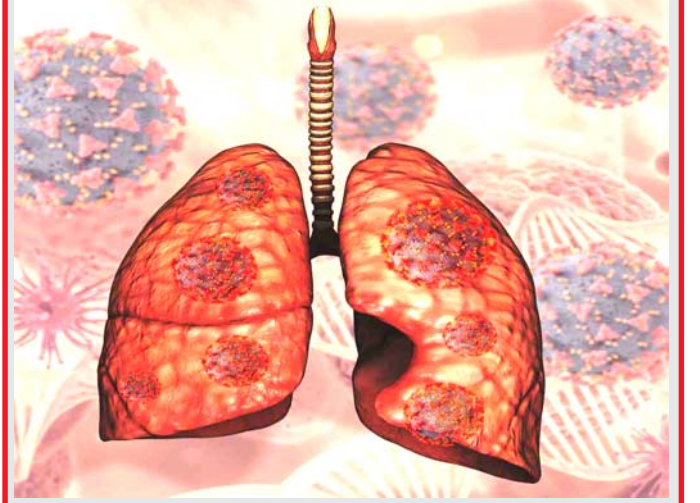


নিয়ে যান।

অর্থাৎ, শরীরের বাঁ দিকে মোচড় দিন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন।

এই ভঙ্গিমা ১ থেকে ১০ গুনুন। এর পর আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসুন এবং একই ভাবে অন্য পায়েও আসনটি করুন।

সাধারণ সর্দি-কাশি নয়, 'পালমোনারি হাইপারটেনশন' যন্ত্রণাদায়কও



শীতের সঙ্গে ফুসফুসের বৈরিতা চিরকালীন। শীতের শুষ্কতা ও দূষণে পাল্লা দিয়ে বাড়ে হাঁপানি, সিওপিডি-র মতো ত্রুণিক ফুসফুসের অসুখ। ফাইব্রোসিস, পালমোনারি হাইপারটেনশন বা অকুপেশনাল লাং ডিজিজ যাঁদের রয়েছে, তাঁদের পক্ষেও এই সময়টা সুখকর নয়। পালমোনারি হাইপারটেনশন শীতের সময়ে খুবই কষ্টকর এক অসুখ। হাঁপানি, সিওপিডির সমস্যা থাকলে বা ফুসফুসের অন্য কোনও অসুখ থাকলে পালমোনারি হাইপারটেনশনের কবলে পড়তে হতে পারে।

ফুসফুসের ত্রুণিক অসুখ নানা প্রকার হয়। তার মধ্যে একটি পরিচিত নাম হয়, ত্রুণিক অবস্থাটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি এবং অন্যটি স্বল্প পরিচিত পালমোনারি হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন মানেই রক্তচাপ বৃদ্ধি। এই রক্তচাপের হেরফের হয় ফুসফুসের ধমনীতে। ফলে বৃকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, প্রবল কাশিতে ভুগতে থাকেন রোগী।

কেন হয় পালমোনারি হাইপারটেনশন?

ফুসফুসের এই অসুখ বছরের যে কোনও সময়েই হতে পারে। তবে শীতে এর প্রকোপ বাড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে পালমোনারি আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন। ফুসফুসের রক্তবাহী নালিগুলি সরু হয়ে যায়, ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এক সময়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধও হয়ে যেতে পারে। ফলে, ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। হৃদয়কে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফুসফুসে রক্ত পাঠাতে হয়। ফলে হাটের পেশিও দুর্বল হতে থাকে। এতে হাটের উপরেও চাপ বাড়ে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় শরীরের রক্তনালিগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এর ফলে ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত চলাচলের পথ আরও সরু

হয়ে যায়। ফলে ধমনীতে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। অনেক সময়ে ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধেও বিপদ ঘনাতো পারে। এতে যেমন ফুসফুস বিকল হতে পারে, তেমনই হাট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। কতটা ভয়াবহ?

এই অসুখটির উপসর্গ দেখা দেয় ধীর গতিতে। প্রথমে ভারী কাজ করতে গিয়ে বা সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে বুক ধড়ফড় করে। রাতে শুয়ে হালকা শ্বাসকষ্ট হয়। পরে বিশ্রাম নেওয়ার সময়েও শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। হয়তো রোগী শুয়ে বা বসে আছেন, তখনও বুক ধড়ফড় করবে, হৃৎস্পন্দনের হার বাড়বে, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। সেই সঙ্গে বৃকে ব্যথা, মাথা ঘোরা, অসম্ভব ক্লান্তি থাকবে। ক্ষেত্র বিশেষে এই রোগে পা ফুলতে থাকে। গোড়ালি ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। পেটে জল জমতে পারে রোগীর। অক্সিজেনের অভাবে হাত ও পায়ের নখ, ঠোঁট নীলচে বর্ণ ধারণ করতে পারে। রোগী আচমকা জ্ঞানও হারাতে পারেন। শীতে সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ বাড়ে। এই সব অসুখের কারণেও পালমোনারি হাইপারটেনশনের আশঙ্কা বাড়তে পারে।

প্রতিকারের উপায় কী?

ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট, বিশ্রামের সময়েও বুক ধড়ফড় করার লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

রোগীর শ্বাসকষ্ট বেশি হলে অক্সিজেন থেরাপি করেন চিকিৎসকেরা। ওষুধের কাজ না হলে অস্ত্রোপচারের পথেও যেতে হতে পারে। তবে নিজে থেকে সতর্ক হতে নিয়মিত শ্বাসের ব্যায়াম করতে হবে। ডিপ ব্রিদিং, অনুলোম-বিলোম, প্রাণায়াম উপকারে আসতে পারে। খুব বেশি ঠাণ্ডা গাণো যাবে না, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া থেকে বাঁচতে টিকা নিয়ে রাখাও জরুরি।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ : ৩, সংখ্যা, ৩, ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

ব্যক্তিত্ব, সম্ভ্রম ও ঐতিহ্যের আলো, শাড়ি নেহাত কয়েক গজের বস্ত্রখণ্ড নয়

ত্রিভুবনের অস্তিত্বরক্ষার সে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণ! সমুদ্রমহুন্ন করে অমৃতের ভাণ্ড উঠেছে। সেই অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করতে উৎসুক দেব ও দানব দু’পক্ষই। সে বিষম সংকটের পরিস্থিতি। কারণ, অমরত্বে দেবলোকের একাধিপত্য রাখতে হলে দানবদের নাগাল এড়িয়ে অমৃত কেবল দেবতাদেরই আশ্বাদ করাতে হবে। সেই অসাধ্যসাধন করতে এগিয়ে এলেন বিষু। মোহিনী রূপে। নারায়ণের একমাত্র নারীরূপী অবতার। মূর্ত সম্মোহনী, লাস্যময়ী মোহিনী। তাঁর শরীরী বিভঙ্গ ও রূপের জাদুতে দানবদের বিবশ করে কেবল দেবতাদের অমৃতের ভাগীদার করলেন, এমনকী, দেবী এবং অঙ্গরাদেরও ঈর্ষান্বিত করে তোলা, হীনমন্যতায় ভুগিয়ে ছাড়া মোহিনী। কী ছিল তাঁর সম্মোহনী রূপের অস্ত্র? অপরূপা সেজে উঠতে বিষু সেদিন অন্য কোনও পরিধেয় নয়, শাড়িই বেছে নিয়েছিলেন! প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেদবীর আর্থর বিচার অনুযায়ী, ১১ হাজার ২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৩ অক্টোবর ছিল নাকি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অর্থাৎ, ১৩ হাজার বছর আগেই শাড়ি তার ক্যারিশমা দেখিয়েছিল! নারীশরীর আলিঙ্গন করে থাকা সাড়ে চার থেকে নয় গজের সেলাইবিহীন এক বস্ত্রখণ্ড। রেশম, সুতি, সিল্কের নানা সুতোর বুনন ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে কেবল টুকরো কাপড়ে সীমাবদ্ধ না থেকে নারীসুলভ নমনীয়তা, কমনীয়তা, মান-সম্ভ্রম, ঐতিহ্যে অঙ্গাঙ্গী হয়েছে। উৎসবের আঙিনা বা রান্নাঘর, কর্পোরেট বোর্ডরুম থেকে মন্দির, মধ্যরাত্রি বা মধ্যদুপুর, শাড়ি নারীর সমস্ত অবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণা লজ্জাবস্ত্র, আত্মগরিমার নিশানও বটে। নারীত্বের নিশ্চিত অথচ নীরব নির্যোষ। আসমুদ্রহিমাচল বৈচিত্র্যকে একতায় বেঁধে দেওয়া, স্রেফ পোশাক নয়, এক চিরকালীন ঐতিহ্য। ৫,৫০০ থেকে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মহাভারতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর গাউন বা ঘাঘরা চালি নয়, শাড়ি হরণেরই অঙ্গীলতা করেছিলেন। নারীবিদ্বেষী অথবা শাড়িবিদ্বেষী যাঁরা প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে মহাভারত বা সমুদ্রমহুন্নের মতো পৌরাণিক আখ্যান রম্যরচনা বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের জন্য আছে পাথরে খোদাই করা মূর্তিমান ইতিহাস। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের সিন্ধু সভ্যতায় অঙ্গে জড়ানো শাড়ি-সদৃশ বস্ত্রের অকাট্য প্রমাণ। যিশুর জন্মের ৫ সহস্রাব্দ আগেই তুলো চাষের, বস্ত্রবুননের হদিশ মিলছে। পাওয়া যাচ্ছে ইন্ডিগো থেকে নীল, মঞ্জিষ্ঠা থেকে লাল রং ও হলুদ ব্যবহারের তথ্য। মানুষ রেশম উৎপাদনের রহস্য ভেদ করে ফেলছে আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দেই। এই সমস্ত শৌখিনতার দোলায় শাড়ির আঁচলেই হিজলো উঠে থাকতেই পারে। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ঋগ্বেদে সেলাইহীন অঙ্গবস্ত্রের উল্লেখ করছে। আর, শাড়ি যার অপভ্রংশ বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই সংস্কৃত ‘সান্ধি’ বা ‘সান্ধিকা’ (বস্ত্রখণ্ড) শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, বিভিন্ন হিন্দু এবং বৌদ্ধ পাঠ্যে। সেখানেই উল্লেখ পাচ্ছি— উত্তরীয় এবং স্তনপট্টের; যেগুলি বিবর্তনে ‘আঁচল’ এবং ‘ব্লাউজ’ হয়ে দাঁড়াল। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্টর কাদম্বিনী অথবা তামিল মহাকাব্য ‘সিলাপাদিকারম’-এর কালে শাড়ি ও নারী অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ছে। সামাজিক, মানসিক পটভূমির পরিবর্তনে অমোঘ বৈচিত্র্য আসছে শাড়ি থেকে শাড়ি পরার ধরনে। কাদম্বিনীর কালে নাভি প্রদর্শন সৌন্দর্য ও উর্বরতার প্রতীক। পরে, ধর্মশাস্ত্র সে-প্রথাকে অঙ্গীল তকমা দিল। নারিস থেকে ইন্দিরা গান্ধী, গায়ত্রী দেবী থেকে দ্রৌপদী মূর্মু যেমন পরিপাটি কুঁচি ও আঁচল-সহ শালীন শৈলীর শাড়ি পরে থাকেন, তেমনই ‘নিভি’ নামের দক্ষিণি কেতার শাড়ি পড়া।

বাংলাদেশে যেন মগের মূলুক, নির্বাচন পিছনোই লক্ষ্য?

গত বৃহস্পতিবার সারা রাত দু’-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ঠায় বসে বসে জলেপুড়ে থাক হয়ে যেতে দেখেছি বাংলাদেশের দুই সেরা দৈনিক ‘প্রথম আলো’ ও ‘দ্য ডেলি স্টার’-এর অফিস। সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে আসা ভিডিওগুলোয় দেখছিলাম অন্ধ-উন্মত্ত, রক্তলোলুপ জনতার উল্লাস। প্রত্যক্ষ করছিলাম শয়ে শয়ে যুবকের বাধাহীন লুটপাট। তাণ্ডব। ঘণ্টা দেড়েক ধরে ‘প্রথম আলো’ পুড়িয়ে সেই জনতা এগিয়ে যায় এই সংস্থারই ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য ডেলি স্টার’-এর দিকে।

অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে সেনারা জোড়হাতে বাবা-বাছা করছে অজ্ঞান জনতার কাছে। তাদের বোঝাতে চাইছে, অফিসের ছাদে আটক সাংবাদিকদের উদ্ধার করা জরুরি। জবাবে সেনাকর্তাদের উদ্ধৃত জনতা বলছে, বিশ মিনিট সময় দিচ্ছি। ঠিক বিশ মিনিট। তার মধ্যে অফিস খালি করে সরে দাঁড়ান। তেমনই হয়েছিল। সাংবাদিকদের সরিয়ে সেনাবাহিনী দায়িত্ব সেরেছিল। অথচ সেনাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

আমার হৃদয়ে সেই থেকে রক্তক্ষরণ হয়েই চলেছে। প্রজ্বলিত সংবাদপত্র অফিস কোনও সাংবাদিকের কাছে দৃষ্টিসুখ বয়ে আনে না। তার উপর গত ১২ বছর ধরে ‘প্রথম আলো’ আমার পরিচয়। অল্পদাতা। জ্বলে যাওয়া অফিসের প্রতিটি কক্ষ, অলিন্দ আমার চেনা। সম্পাদক ও সহকর্মীরা আত্মীয়সম। তাঁদের কাছে আমি এই পরিবারেরই একজন। এই রক্তক্ষরণ, উন্মত্ত অর্বাচীন জনতার হিংস্র আত্মফালন, কবে বন্ধ হবে জানি না। আগুনের লেলিহান শিখা মনে করাচ্ছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি এই দেশটা কি মানুষের বসবাসযোগ্য হবে? কেন যেন মনে হচ্ছিল, রাশ টানা না গেলে সোনার বাংলা হয়তো অচিরেই ভয়ংকর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবে। পরিণতি অনুমেয়। দেড় বছর ধরে এমন আক্রমণের শঙ্কা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল। মাঝে মাঝে ফণা তুলে হিস হিস করেছে। এখানে-ওখানে ছোবলও মেরেছে। দুই অফিসের সামনে অর্বাচীনরা ‘জড়ো’ হয়েছে। গরু জবাই করেছে। গালিগালাজ দিয়েছে। কিন্তু আক্রমণ হানেনি। ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর শঙ্কা জোরালো হয় ধর্মাত্মক মৌলবাদী নেতাদের হুঁকারে। বারবার শোনা গিয়েছে, প্রথম আলো ও ডেলি স্টার বন্ধ করে দিতে হবে। ছায়াণ্ট, উদীচী-দের



নির্মূল করতে হবে। নইলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। দু’-তিনদিন ধরে অবিরাম ঘৃণাবর্ষণের পর হাদি-মৃত্যুর রাতে জনতা ধেয়ে আসে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের দিকে।

গত বৃহস্পতিবার রাত দশটা থেকে সরকার, সেনা ও পুলিশ কর্তাদের বারবার যোগাযোগ করা হয়েছে। কেউ শোনেনি। তৎপর হয়নি। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সরকার সব ছারখার হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের বাণী শোনা যায়। পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। বহুত্বসব বন্ধে কেন তিনি ব্যর্থ, শুধু বৃহস্পতিবার রাতে নয়, দেড় বছর ধরে বারবার, বহু স্থানে, বহু আক্রমণ ও লুণ্ঠরাজের ক্ষেত্রে, এমনকী ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মেরে গাছে বুলিয়ে পোড়ানোর সময় কেন তিনি এবং তাঁর সরকার নির্বাক দর্শক, ঠুঁটো জগন্নাথ, সেসব প্রশ্ন মাথা কুটে মরছে। কোনও জবাব নেই।

ষোড়শ শতকে আরাকান প্রদেশের মগ দস্যুদের দৌরায়ে বঙ্গভূমির যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মগের মূলুক-এ পরিণত হয়েছিল, হাসিনা-বিদায়ের পর ইউনুস প্রশাসনের সৌজন্যে এখন তা মবের মূলুক। এ দায় থেকে নোবেলজয়ী প্রশাসক কোনও দিনই নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না। এই স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়াবে।

কেন প্রথম আলো বারবার আক্রমণের লক্ষ্য? সহজ উত্তর, ২৭ বছর ধরে এই পত্রিকা কোনও শাসকের অন্ধভক্ত হয়নি। প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখিয়ে কারও বন্ধু হয়নি। কোনও পক্ষ নিয়ে চলেনি। বিগত জমানায় এই দুই সংবাদপত্র তাই শত্রু ঘোষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছেন, প্রথম আলো ও ডেলি স্টার আওয়ামী লীগের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, দেশের শত্রু। এই দুই কাগজ পড়বেন না।

তাঁর বয়ানে, প্রথম আলো আওয়ামী লিগ ও বাংলাদেশের শত্রু। তাই ভারতেরও শত্রু। হাসিনার হুকুমে শতাধিক মামলায়

জেরবার হয়েছেন এই কাগজের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা। অর্ধশতাধিক মামলা এখনও অমীমাংসিত। মরিয়্যা হাসিনা শেষদিকে চেষ্টা করেছেন কাগজটির দখল নিতে। সম্পাদক বদলে দিতে। বিজ্ঞাপনদাতাদের হুমকি দিয়ে ভাতে মারতে। ৫৫ শতাংশ রাজস্ব কমেছিল। প্রথম আলো তবু মাথা নোয়ায়নি। হাসিনার পতনের পর স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি বাংলাদেশে দ্রুত মাথাচাড়া দিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক, উন্নতমনা, প্রগতিশীল, উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে যারা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, তারা এই দুই প্রতিষ্ঠানকে দাগিয়েছে ভারতের দালাল হিসাবে। দেড় বছর ধরে জনসংখ্যার এই সংখ্যালঘু অংশ উচ্চকিত ভোকাল। তাদের দাপাদাপিতে শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগুরু বাংলাদেশি নীরব দর্শকে পরিণত। ইসলামি মৌলবাদীরা জেলায় জেলায় বাউলদের ঠেঙাচ্ছে। লালনমেলা বানচাল করছে। মাজার ভাঙছে।

গানবাজনা বন্ধ করে দিচ্ছে। স্কুলে গানের শিক্ষক নিয়োগ তুলে দিয়েছে। সিলেবাস বদলাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য পদে নিয়োগ করছে অনুগামীদের। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুফি বাদ অস্বীকার করছে। জাতীয় সংগীত বদলাতে চাইছে। সংখ্যালঘুদের ব্রহ্ম করে রেখেছে তারা-ই। একের পর এক প্রতিষ্ঠান দখলের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনীতি বদলানো তাদের লক্ষ্য। লিখতে চাইছে নতুন সংবিধান। মুহাম্মদ ইউনুস এদের হাতের পুতুল। হাসিনা যাদের টুটি টিপে ধরে রেখেছিলেন, নূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যন্ত পালন করতে দেননি, সেই স্বাধীনতাপন্থী বিএনপি এখন ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর। হাসিনা বিদায়ের পর টাকা রোজগার তাদের একাংশের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। তোলাবাজি, জবরদস্তি চাঁদাবাজি, সিভিকিট দখল করে দ্রুত আখের গোছাতে তারা যখন ব্যস্ত, জামায়াতে ইসলামির নজর তখন সামাজিক স্তরে বিস্তার ঘটানোর দিকে। বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য দ্রুত নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসা। পক্ষান্তরে জামায়াতে ও

ইসলামপন্থীরা চায় নির্বাচন আরও পিছতে। যত পেছবে তত তাদের শিকড় আরও প্রোথিত হবে। এই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মাঝে দৌদুল্যমান অন্তর্বর্তী সরকার। প্রথম আলো, ডেলি স্টার-এর উপর আঘাতের ঘোষিত উদ্দেশ্য যদি হয় ভারত-বিরোধিতা, কান্ডিত লক্ষ্য তাহলে নির্বাচন পিছনো। গত নভেম্বরে ঢাকা সফরের সময় এই স্তম্ভে লিখেছিলাম, নির্বাচন হলে সবচেয়ে ক্ষতি যাদের, তারা কেন তা হতে দিয়ে অন্যের লাভের কারণ হবে? বিএনপির দৃঢ় ধারণা, ফেরয়ারিতে ভোট হলে তারা-ই ক্ষমতাসীন হবে। প্রথম আলো-র সাম্প্রতিক সমীক্ষাতেও রয়েছে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু একই সঙ্গে সেই সমীক্ষা এটাও দেখিয়েছে, দ্রুত এগোচ্ছে জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামপন্থী জোট। দখল করছে সামাজিক পরিসর। যত দিন যাচ্ছে, ইসলামি মৌলবাদের প্রভাব ও বিকাশও ঘটছে তত। কোনও দিন যারা জোটবদ্ধ হয়েও ৮ শতাংশ ভোট পায়নি, এখন তারা ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। নির্বাচন যত পিছবে তাদের ততই লাভ।

১৭ বছরের নির্বাসন শেষে লন্ডন থেকে দেশে ফিরছেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান। ২৫ ডিসেম্বর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিএনপি নেতা-কর্মীরা চনমনে। ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যু, প্রথম আলো ও ডেলি স্টার-এ তাণ্ডব, দীপুচন্দ্র দাসকে হত্যা, বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন লাগানোর মতো ঘটনার প্রাথমিক লক্ষ্য তারেকের প্রত্যাবর্তনের পথে কাঁটা বিছানো। তাঁকে ঠেকানো। আর, মূল লক্ষ্য অরাজকতার মাত্রা বাড়িয়ে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া।

বাংলাদেশ উন্নতমনা, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকবে কি না শুরু হয়েছে সেই পরীক্ষা। প্রথম আলো-র ২৭তম বর্ষপূর্তির স্লোগান ছিল সত্যি সাহস। সত্যের পথে থেকে সাহসী না-হলে পরবর্তী আঘাতের হাত থেকে রবীন্দ্র-নজরুল-লালনের বাংলাদেশকে বাঁচানো কঠিন।

ধর্মমত অনুযায়ী ধূপকাঠি জ্বালানোর কারণও ভিন্ন, নিয়ম জেনে করুন উপাসনা



সকাল হোক কিংবা সন্ধ্যা। গৃহস্থ বাড়ি হোক কিংবা ব্যবসাস্থল। সর্বত্র ধূপকাঠি জ্বালানোর চল রয়েছে। যে কোনও ধর্মমত অনুযায়ী উপাসনার সময় ধূপকাঠি জ্বালানোর চল রয়েছে। তা সে হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান। বৌদ্ধ এমনকী খ্রিস্টান ধর্মমত অনুযায়ী ধূপকাঠি জ্বালানো হয়। আপনিও নিশ্চয়ই দেবদেবীর আরাধনার সময় ধূপ জ্বালান। সাধারণত ধূপকাঠি জ্বালানোর ফলে সুগন্ধ বেরয়। আর ওই সুগন্ধ বাড়িতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে কারণে বাড়িতে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়। কিন্তু জানেন কি, কোন ধর্মমতে ঠিক কী ব্যাখ্যা করা হয় ধূপকাঠি নিয়ে। জেনে নিন সেই সংক্রান্ত নানা তথ্য।

হিন্দু ধর্মমতে ধূপকাঠি আনে

পবিত্রতা। সুগন্ধের ফলে পরিবারে ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে। তাই নেতিবাচকতা দূর করে শান্তির পরিবেশ বাড়িতে আনার জন্য বাড়িতে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়। হিন্দু ধর্মমত অনুযায়ী, চন্দন, জুই



ফুলের গন্ধযুক্ত ধূপকাঠি বিশেষ ব্যবহারের চল রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মমতে ধূপকাঠি জ্বালানোর আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। মনে করা হয়, ধূপকাঠির সুগন্ধ জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। তাই ধ্যানে বসার আগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অবশ্যই ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নেন।

খ্রিষ্ট ধর্মমতে উপাসনার সময় ধূপকাঠি জ্বালানোর চল রয়েছে। এই ধর্মাবলম্বী মনে করেন, স্নিগ্ধ গন্ধের ধূপকাঠি আধ্যাত্মিক বোধকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই উপাসনার আগে এই ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নেন অনেকেই।

তাই অবশ্যই উপাসনার সময় ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিন। তাতে আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত হবে। মন শান্ত করে উপাসনা করতে পারবেন আপনি।

শিলচর তারাপুরে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ সংসঙ্গ সুসম্পন্ন



শুভ সুন্দর দেব, শিলচর : যুগপুরুষোত্তম পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 'বিশেষ আঞ্চলিক সংসঙ্গ' শিলচর, তারাপুর প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের বাসভবন প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়। দিনটি শনিবার, সময়টি সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছিল। এই আঞ্চলিক বিশেষ সাক্ষ্য সংসঙ্গ শ্রীতের পরিবেশে পরিচালিত হতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে

সমবেত প্রার্থনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় গ্রন্থাদি পাঠ, ভক্তীগীতি, কীর্তন, বাংলা ও হিন্দি ঠাকুরের ভজন, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য ও ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দাদা ও মায়েরা ইষ্টনেশায় মাতেয়ারা হয়ে থাকতে চোখে পরে। তাঁর আশীর্বাদ ও ইচ্ছাপূরণে বিকাশ বিভবে মেতে তুলতে সংসঙ্গের স্বার্থকতার পরিবেশ ছিল। দীক্ষিত ও

অদীক্ষিতদের নিয়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার ধর্মপ্রাণ দাদা ও মায়েরা উপস্থিতি ছিল বিশেষ সংসঙ্গে। সর্বশেষ শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে সংসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটে প্রসাদ বিতরণ মাধ্যমে।

এই মহামিলন আনন্দ অনুষ্ঠানে তাঁরই দিব্যভাবে ভরপুর থাকতে দেখা গিয়েছে প্রত্যেককেই, প্রাণের সঞ্চার পেয়েছে মানববন্ধন।

এই সাপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

জীবনে উত্থান-পতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নিজের খামখেয়ালের জন্য সাংসারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করে তবেই বিবাহের দিকে এগোবেন। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে। নতুন কর্মস্থলে সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কৃষিজাত ব্যবসায় ভালো মুনাফা ঘরে আনতে পারবেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর থেকে সাবধানে থাকুন।

বৃষ রাশি

সপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও নিজের বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ব্যবসায় পরিচালনগত ভুলের জন্য কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। স্ত্রীর সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে সমস্যা অনেকাংশে মিটে যাবে। এই সময় আপনার জন্মদিন হলে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার হিসাবে পেতে পারেন।

মিথুন রাশি

আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি বিনিয়োগ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শুভ। ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি শুভ। সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্য মানসিক শান্তি। বিদ্যুৎ ও আগুন থেকে সাবধানে থাকুন। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু টাকা ব্যয় হতে পারে। জমি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা। আপনার উদাসীনতার জন্য কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

কর্কট রাশি

কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় কর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে। উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি। সমাজসেবা বা রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবসায়ীরা নিজের সাধের অতীত ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ব্যবসায়ীরা নিজের সাধের অতীত ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। চাষিরা সঠিক দামে ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন।

সিংহ রাশি

এই রাশির ধনভাব ও কর্মভাব অতিশয় শুভ। জমি, বাড়ি কেনাবেচার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকুন। গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য কর্তব্য করলেও তাঁদের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন বুঝে শুনেন করবেন।

কন্যা রাশি

স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি শুভ। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হতে পারে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা কাছেপিঠে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন। সন্তানের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। এই সময় উচ্চশিক্ষা ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা মনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন।

তুলা রাশি

সপ্তাহের প্রথমদিকে নানা বিষয়ে চিন্তা বাড়বে। হস্তশিল্পীদের কাজের নৈপুণ্যের জন্য ভালো ও অর্থকরী কাজের বরাত মিলতে পারে। সন্তানদের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। কর্মপ্রার্থীদের একাধিক উপায়ে আয়ের সুযোগ আসলেও সঠিক পথ বেছে নেওয়া প্রয়োজন। কতিপয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক সংক্রান্ত ব্যবসার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি

কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। ব্যবসায়ীরা ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। বিলাসিতায় অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে হাত পড়তে পারে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তীর্থভ্রমণে যেতে পারেন। সন্তানের আচার-ব্যবহারে পরিবারে অশান্তি। চাকরিজীবীদের কর্মস্থানে কাজের জন্য সুনাম বাড়বে।

ধনু রাশি

সপ্তাহটি গতানুগতিক ভাবেই চলবে। শ্বশুরকুল থেকে সাহায্যের ফলে নতুন ব্যবসায় উন্নতির যোগ। প্রবাসে বসবাসকারী সন্তানের আগমনে সংসারে খুশির হাওয়া। সৃষ্টিশীল কাজে বিশেষ স্বীকৃতির যোগ ও অর্থপ্রাপ্তি। ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য কর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। চাকরিসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

মকর রাশি

সপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও নিজের বুদ্ধিবলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। কর্মপ্রার্থীরা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানা কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। বাবা, মা ও ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাঁদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবেন না। আমদানি-রফতানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের অভাবনীয় সাফল্য।

কুম্ভ রাশি

এই রাশির জাতক-জাতিকারা শান্তিপ্ৰিয় হওয়ার ফলে অশান্তি এড়িয়ে চলুন। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় নতুন ব্যবসা করার সুযোগ আসবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। ছোট ব্যবসায়ীরা তাঁদের ক্রেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। এই সময় তাঁদের পুরনো পাওনা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

মীন রাশি

সপ্তাহের প্রথমদিকে নানা বিষয়ে চিন্তা বাড়বে। হস্তশিল্পীদের কাজের নৈপুণ্যের জন্য ভালো ও অর্থকরী কাজের বরাত মিলতে পারে। সন্তানদের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তীর্থভ্রমণে যেতে পারেন।

সন্তানের আচার-ব্যবহারে পরিবারে অশান্তি। চাকরিজীবীদের কর্মস্থানে কাজের জন্য সুনাম বাড়বে। আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন বুঝে শুনেন করবেন।

খালেদার ‘জানাজা’য় লোকারণ্য, ‘মায়ের জন্য দোয়া করবেন’, আবেগঘন ভাষণ তারেকের



ঢাকা (সংবাদ সংস্থা) : বিএনপির সদ্যপ্রয়াত চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার জন্য সবার কাছে ‘দোয়া’ চাইলেন তাঁর বড় ছেলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে খালেদা জিয়ার জানাজা

সম্পন্ন হল। বাংলাদেশের তিনবারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদার ‘জানাজা’ বুধবার বিকেল ৩টা নাগাদ রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন তারেক।

মায়ের জানাজা শুরুর আগে আবেগঘন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক। তিনি মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চান।

তিনি বলেন, “কারও কাছে যদি মরত্মা খালেদা জিয়ার কোনও খণ থেকে থাকে, তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি অবশ্যই তা পরিশোধের ব্যবস্থা করব।” আরও বলেন, “একই সঙ্গে তাঁর কোনও ব্যবহারে বা কথায়

কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে, মায়ের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আপনারা দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন তাকে বেহেস্ত (স্বর্গে) পাঠান।” এদিন খালেদা জিয়ার জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হন। ঢাকার রাস্তা লোকে লোকারণ্য হওয়ায় যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারেকের আবেগঘন বক্তব্যে জানাজাস্থলে উপস্থিত মানুষের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেককে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। জানাজায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরি, জিয়ার পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন প্রধান
বিচারপতি চন্দ্রচূড়
সেজে ডিজিটাল
অ্যারেস্ট! ৩ কোটি
খোয়ালেন বৃদ্ধা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই: সাধারণত পুলিশ, সাইবার শাখা, সিবিআই বা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক সেজে ফোন করে অনলাইনে গ্রেপ্তারি ভয় দেখিয়ে এত দিন প্রতারণার কারবার সীমিত ছিল। এ বার তা আরও একধাপ এগোল! দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সেজে এক বৃদ্ধাকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ করল প্রতারকেরা। ওই বৃদ্ধার অভিযোগ, প্রতারণার শিকার হয়ে তিন কোটি টাকা খুইয়েছেন তিনি। প্রতারিত হওয়া ওই বৃদ্ধা মুম্বইয়ের আন্ধেরি পশ্চিমের বাসিন্দা। পুলিশকে তিনি জানান, তাঁর কাছে প্রথম ফোনটি আসে গত অগস্ট মাসে। পুলিশের নাম ভাঁড়িয়ে ওই ফোনটি করা হয়েছিল তাঁকে। তার পর থেকেই হোয়াটঅ্যাপে ভিডিওকল আসা শুরু হয় বিভিন্ন নম্বর থেকে। সেই সব ভিডিওকলেই বৃদ্ধাকে বলা হয়, তাঁর আধার কার্ড ব্যবহার করে একটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। বৃদ্ধা জানিয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে তাঁর কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। এর পরেই তাঁকে পুলিশে দায়ের হওয়া একটি অভিযোগপত্র পাঠানো হয়। তাতে সিবিআইয়ের লোগোও ছিল। তার পরেই বৃদ্ধা এবং তাঁর পরিবারকে গ্রেপ্তারের হুমকি দিতে থাকে প্রতারকেরা। পুলিশকে বৃদ্ধা জানান, প্রতারকেরা তাঁকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রেখেছিল। তার পর আবার একটি ভিডিওকল আসে। সেই ভিডিওকলেই এক ব্যক্তি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সেজে এসেছিলেন।

বরফঢাকা পথে অনুপ্রবেশ, কাশ্মীরে ঘাঁটি ৩০ পাক জঙ্গির!

‘চিল্লাই কালানে’র মধ্যেই সেনার অপারেশন

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর : জম্মুজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তত ৩০ জন পাক জঙ্গি! প্রবল ঠান্ডাকে কাজে লাগিয়ে তারা উপত্যকায় নাশকতা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। গোয়েন্দাদের তরফে এমন খবর পাওয়ার পরেই বড়সড় অপারেশন শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। সাধারণত শীতকালে যেসব এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম নজরদারি থাকে, সেখানেও এবার ব্যাপক তল্লাশি চলছে। হিমাক্ষের নিচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও জঙ্গিদের উপর নজর রাখছে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। শীত পড়ার আগে সাধারণ সীমান্ত এলাকায় তৎপরতা বাড়ায় সেনা। কারণ শীত পড়ার আগেই বিপুল পরিমাণে জঙ্গিকে ভারতে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। শীত পড়ে গেলে বরফঢাকা সীমান্ত পেরিয়ে কাশ্মীরে ঢোকা কঠিন। কিন্তু গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এবছর শীতে ৩০ জনেরও বেশি পাক জঙ্গির উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছে ভূস্বর্গে। মূলত মাঝারি এবং উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তারা ঘাঁটি গেড়েছে, যেখানে আমজনতার বসবাস খুবই কম। কিশওয়ার এবং ডোডায় জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়েছে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের অনুমান,

প্রবল ঠান্ডায় নজরদারি কম থাকার সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ৪০দিন ব্যাপী চিল্লাই কালানের সময়ে লুকিয়ে পড়ে রণকৌশল সাজাতে চাইছে জঙ্গিরা। সে কারণেই জোরকদমে উপত্যকায় শুরু হয়েছে জঙ্গি দমন অভিযান। সেনার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ, বনদপ্তর-সহ আরও বেশ কয়েকটি বাহিনী একযোগে শামিল হয়েছে এই অপারেশনে।

জঙ্গিদের গতিবিধি আঁচ করে যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন শুরু করবে এই বাহিনী। এই অপারেশনে মোতায়েন করা হয়েছে শীতের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট। বরফে ঢাকা এলাকার জন্য ব্যবহার হচ্ছে বিশেষ ড্রোন, সেন্সর। এই অপারেশনের মাধ্যমে জঙ্গিদের এমন এলাকায় কোণঠাসা করে দেওয়া হবে যে জায়গা অত্যন্ত দুর্গম এবং রসদ সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব। সেনা কর্তাদের কথায়, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের কাছে এই অপারেশন একটা বড়সড় বার্তা, শীতের সুযোগ নিয়ে আর জঙ্গিদের ভারতে লুকিয়ে থাকা যাবে না।

জম্মু ও কাশ্মীরে বৃহত্তর আন্দোলনের রুপ্ৰিন্ট! গৃহবন্দি মেহবুবা-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব



সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর : জম্মু ও কাশ্মীরে সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করেছে সেখানকার ছাত্রসমাজ। সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। এই ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। গৃহবন্দি করা হল মেহবুবা, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদ সৈয়দ রুস্তুমাহ মেহদি-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বকে। জম্মু ও কাশ্মীরে লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রশাসন কর্তৃক তপশিলি উপজাতি ও ওবিসি দের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর ফলে মোট সংরক্ষণ প্রায় ৭০ শতাংশ হয়েছে। এর জেরে ওপেন মেরিট কোটাকে প্রায় ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সেখানকার ছাত্র সমাজ। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে এই নীতি বদলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ওমর আবদুল্লাহ। তবে সরকার গঠনের এক বছর পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনও তৎপরতা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে

সেখানকার ছাত্র সমাজ। তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন মেহবুবা মুফতি-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেইমতো রবিবার গুপকার রোডে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ছাত্ররা। সেই বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মেহবুবা-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য নেতাদের। তবে সেখানে যোগ দেওয়ার আগেই গৃহবন্দি করা হয় মেহবুবা মুফতি, তাঁর কন্যা ইলতিয়াজ মুফতি, শ্রীনগরের সাংসদ রুস্তুমাহ মেহদি, পিডিপি নেতা ওয়াহিদ পারা, শ্রীনগরের প্রাক্তন মেয়র জুনেইদ মাত্তো-সহ একাধিক জনকে। এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ ওয়াহিদ পারা বলেন, ‘এটা দুর্ভাগ্যজনক আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।’

শনিবার রাতে এক্স-হ্যান্ডেলে রুস্তুমাহ মেহদি জানান, তার বাসভবনের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘এটা কি শিক্ষার্থীদের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমন করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত পদক্ষেপ?’

‘২০২৫ সাফল্যের বছর’, মন কি বাতে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : বছরের শেষ ‘মন কি বাতে’ দেশবাসীর সামনে ভারতের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবারের অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, ২০২৫ সাল ছিল দেশের নিরাপত্তা, ক্রীড়া এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতের জন্য গর্বের বছর। এই বছর দেশ বহু মাইলফলক অর্জন করেছে যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মাসিক ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘২০২৫ সাল ছিল ভারতের জন্য গর্বের মাইলফলকের বছর। জাতীয় নিরাপত্তা, খেলাধুলা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন বা বিশ্বের বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম যাই হোক না কেন, ভারতের প্রভাব সর্বত্র দেখা গিয়েছে।’ পাশাপাশি, ফের একবার অপারেশন সিন্দুরের কথা বলেন মোদি। তিনি মনে করিয়ে দেন, অপারেশন সিন্দুরে দেশের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে ঢুকে সেদেশে



থাকা সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংস করে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল ক্রীড়াক্ষেত্রে জন্য একটি স্মরণীয় বছর। ভারতের

পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে এবং মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে। এছাড়াও,

মহিলাদের ব্লাইন্ড ক্রিকেটে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। তিনি মনে করিয়ে দেন, এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টিতে বড় জয়ের পর, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও প্যারা-অ্যাথলিটরা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। মোদি আরও বলেন, ভারত বিজ্ঞান ও মহাকাশের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি করেছে। মোদি মনে করিয়ে দেন, ২০২৫ সালে শুভাংশু শুক্লা প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যান।

‘মিতিন- একটি খুনির সন্ধান’ ছবির কেন্দ্রে কোয়েলই হিরণ্ময়ী দুর্বার দুর্গা



রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কোয়েলকে আমার ভাঙ্গা। যাঃ বাবা। কেন। সেটাই তো আসল কথা। ভেবেচিন্তে, গহনে ছিপ ফেলে, গাঁথতে পেরেছি সত্যিটা। কোয়েল আবেগহীন, ন্যাকামিবর্জিত, স্ট্যান্ড অফিস। তার এই স্ট্যান্ড অফিসে চিৎকার করে না। কোয়েল আলতো আলাদা টালিগঞ্জের অন্যান্য নায়িকাদের থেকে। প্রশ্নাতীত পার্থক্যে প্রজ্জ্বল। কোয়েলের নামে

কোহলের ‘কো’ আর সমারসেট মমএর কেকস্ অ্যান্ড এল-এর এল, যা আমার জিভে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পানীয়র একটি, ‘ale’ তো প্রাণ এবং উৎসবের প্রতীক। কোয়েল স্ক্রিনে এলে কেমন যেন ছড়িয়ে পড়ে উৎসব। অরিন্দম শীল সেটা জানেন।

মিতিন- একটি খুনির সন্ধান ছবির পরিচালক অরিন্দম কোয়েলকে নিয়ে তাঁর

তৃতীয় ছবি তো শুরুই করলেন একটির পর একটি দৃশ্যে তার আবেদন, শৌর্য, সৌন্দর্য, শক্তি, সাহস এবং দুর্গতিনাশক দুর্গাদুতি প্রকাশ করে। সেখানেই তো ছবি দাঁড়িয়ে গেল বাঙালির ভালোবাসায়, আবেগে, আনন্দে। ছবিটাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সুচিরা ভট্টাচার্যর মিতিন কাহিনি মেঘের পরে মেঘ অবলম্বনে যদিও তৈরি এই ছবি, পদ্মনাভ দাশগুপ্তের চিত্রনাট্য, সংলাপ, দৃশ্যভাবনা অসামান্য গতি এনেছে এই ছবিতে। এবং নিশ্চাস বন্ধ করে দেখতে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া, অরিন্দম কি সত্যিই চেনেন সব বাঙালি সুন্দরীকে? সুন্দরীদের পাড়াভাঙা ভিড় দৃশ্যের পর দৃশ্যে। এবং তরুণী-শরীরে পোশাকের হস্ততা এবং পা এবং উরুর চিকন লাস্য রহস্যের সঙ্গে এই মশলা-মিশ্রণ ডেডলি। লেখা চ্যাটার্জির থেকে তো চোখ ফেরানো যায় না। সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে ঈর্ষা হয়। ছবিটা দেখুন। বুঝবেন, কেন বলছি।

আরও একটা কথা, সাহেবের অভিনয় অসামান্য। আলাদা করে প্রশংসা করছি রোশনি ভট্টাচার্য এবং গৌরব চক্রবর্তীকে। দারুণ। সেই সঙ্গে ছবিটাকে সত্যি উতরে দিতে উজাড় করে দিয়েছেন নিজেদের

অরিজিৎ গুহ সাহেবের বাবার ভূমিকায়, অনসূয়া মজুমদার সাহেবের মা, এবং হাইলি সাসপিশাস দুলাল লাহিড়ী শচসাহেবের অফিসের কর্মী। কিন্তু যেহেতু ডিটেকটিভ ছবি, যে-ছবির শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় না, খুনটা করল কে? এবং কেন খুন? তাই গল্পটা একটুও বলছি না। অ্যাকশন শুরু ছবির প্রথম দৃশ্য থেকে। এবং উৎকর্ষার অবসান একেবারে শেষে। এই ডিটেকটিভ ছবিতে গানের ভূমিকা যতটা, ততটাই গোপন এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের সমাহার। পুরো পরিবারটার জিনের মধ্যেই যে স্বেচ্ছাচার আর সেক্সচারের বংশানুক্রমিক বহতা। বুঝতে পারছেন তো, গল্পটা কিন্তু পাপের। শীতকালেও গরম। একজনের অভিনয়ের কথা এখনও বলিনি তিনি কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চিরদিনই দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী। অরিন্দমকে বলতে ইচ্ছে করছে, রাইট চয়েস বেবি। তবে আর



একটিও শব্দ নয় তাঁর বিষয়ে। ছবিটা দেখতে হবেই, জানতে গেলে। বরং শেষে বলি খুব জরুরি একটা কথা, এ-ছবির একটা মারাত্মক টান রূপম ইসলাম, শিল্পা রাও, অরুণিতা কাজিলালের গান। মাতিয়ে দিয়েছেন সেক্স অ্যাপিল মিশিয়ে। সারা ছবি জুড়ে চুইয়ে পড়ছে শরীরের ডাক আর উড়ছে গানের সুরে চুমুর চমক। কিন্তু শেষে বলি, সব কিছু ছাপিয়ে অনন্য কোয়েল। ছবির কেন্দ্রে সে-ই তো হিরণ্ময়ী দুর্বার দুর্গা। ছবিটা তার চালচিত্র।

‘স্বার্থপর’ ছবির সাফল্য যেন টলিউডে নতুন করে আমায় ভাল অভিনেতা প্রমাণ করল, দাবি কৌশিকের



উল্টোরথ ছবিতে তাঁর আর প্রিয়াক্ষর জুটি প সঙ্গী হ' আনন্দবাজার ডট কম-এর এই প্রশ্ন। তখনই কৌশিক বলেন, বিষয়টি তা নয়। স্বার্থপর ছবি ব সাফল্য আমাব অভিনয় সম্পর্কে পক্ষিপক্ষের রোধন্য নতুন করে

পড়েন না এর থেকে।” শুধুই পরিচালক নন, দর্শকও তাঁকে বুঝি নতুন ভাবে চিনেছেন। কৌশিকের মতে, তারই ধারাবাহিকতা থাকছে অনিবার্ণ চক্রবর্তীর উল্টোরথ-এ। “আগের ছবিতে কোয়েল আর আমি বোন-দাদা। সেখানে রোমান্সের ছিটেফোঁটাও ছিল না। এই ছবিতে প্রিয়াক্ষা বিপরীতে থাকলেও ও বয়সে ছোট এটা বিষয় নয়। বিষয়, ওর একটি পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া।” এক পরিবারের দাদু-বাবা-ছেলের বাস। সেই পরিবার নারীবর্জিত।

সেখানে প্রিয়াক্ষর আগমন এবং ঘটনার ঘনঘটা। কৌশিক জানিয়েছেন, আগের ছবির সাফল্যই সম্ভবত সম্পর্কের নতুন দিক পরিচালকদের ভাবনায় ছায়া ফেলছে। তাই তাঁরা তাঁকে

কৌশিক অবশ্য এ কথাও জানিয়েছেন, বরাবরই পরিচালকেরা তাঁকে ভাল চরিত্র উপহার দিয়েছেন। সেটা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জুলফিকর হোক কিংবা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্ধাঙ্গিনী। তবে ইদানীং তাঁকে নিয়ে যেন নতুন আঙ্গিকে নতুন করে ভাবা শুরু হয়েছে, তাতে তিনি তৃপ্ত।

পরিচালকদের ভাবাচ্ছেন কৌশিক সেন। কখনও ছোটপর্দায় সমু সরকারের সঙ্গে অসমবয়সি জুটি তাঁর। কখনও কোয়েল মল্লিকের বিপরীতেও উজ্জ্বল অভিনয়গুণে। খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে প্রিয়াক্ষা সরকারের বিপরীতে। পরিচালকেরা কি মঞ্চ-পর্দার দাপুটে অভিনেতাকে ভিন্ন আঙ্গিকে পর্দায় তুলে ধরতে চাইছেন?

আমার অভিনয় ওঁদের ভাল লাগছে। আমিও বোধহয় নিজেকে আবার প্রমাণ করতে পেরেছি।” কয়েক দশকের খ্যাতিনামীকেও নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। শুনে মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেন, “অভিনেতাদের এটাই জীবন। প্রত্যেক ছবিতে, প্রত্যেক দৃশ্যে নিজেদের প্রমাণ করতে হয়। জনপ্রিয় বা খ্যাতিনামীরাও বাদ

শাকিবের সঙ্গে আমেরিকায় ভ্রমণ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ছড়াতেই ফের বুবলীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন!

বাংলাদেশের তারকা শাকিব খানকে নিয়ে তাঁর দুই স্ত্রীর দড়ি টানাটানি নতুন নয়। শাকিবের প্রথম স্ত্রী অপু বিশ্বাস, দ্বিতীয় স্ত্রী বুবলী। অভিনেতার দাবি, দু'জনেই তাঁর প্রাক্তন। তবে দুই পুত্রসন্তানের কতর্বা পালনে অবিচল শাকিব। সম্প্রতি, দ্বিতীয় স্ত্রী শবনম বুবলী ও পুত্র বীরকে নিয়ে আমেরিকায় লম্বা ছুটি কাটিয়ে আসেন অভিনেতা। তার পরে বুবলী প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনা। বুবলী নাকি অন্তঃসত্ত্বা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বুবলী। সেখানে নৃত্যপরিবেশন করেন অভিনেত্রী। পরনে ছিল ঘাগরা। দর্শকের সঙ্গে বেশ কিছু ছবিও তোলেন। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। নেটগরিকদের একটা বড় অংশের দাবি, বুবলী নাকি অন্তঃসত্ত্বা। অনেকেই আবার এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রীকে নিয়ে নীতিপুলিশিও করছেন। তাঁদের মতে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এমন নাচ করা নাকি উচিত হয়নি তাঁর।

২০২০ সালে প্রথম বার মা হন বুবলী। যদিও ছেলের জন্মের খবর প্রকাশ্যে এনেছেন প্রায় দু'বছর পরে। সেই সময় এই খবরে প্রায় বাড়

ওঠে। বুবলী জানিয়েছিলেন, শাকিব খানের সঙ্গে ধর্মীয় আচার মেনে বিয়ে হয়েছে তাঁর। তাঁদের সন্তানের জন্ম হয় আমেরিকায়। এ বার ফের অভিনেত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন। মাসকয়েক আগে ছেলে বীরের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আমেরিকায় যান সমাজমাধ্যমে সেই ছবিও বিশ্বস্ত বুবলীর অন্তঃসত্ত্বা ভিত্তিহীন। শাকিবের ঘনিষ্ঠ তারকা



কাজে ফের দম্পতি। ছবিও দেন। সূত্রের খবর, হওয়ার খবর পাশপাশি সূত্র জানান, এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্যই করতে চান না।



‘ব্যাটেল অফ সেক্স’, লিঙ্গবৈষম্য ভুলে মুখোমুখি পুরুষ-মহিলা

বাজিমাৎ কোন টেনিস তারকার ?



নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : কোর্টের এক প্রান্তে নারী। অন্য প্রান্তে পুরুষ। অভিনব এই লড়াই টেনিসবিশ্বে পরিচিত ‘ব্যাটেল অফ সেক্সেস’ নামে। লিঙ্গবৈষম্য ভুলে

অভিনব এই টেনিসযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে মুখোমুখি হয়েছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা এবং নিক কিরিয়স। আর ঐতিহাসিক এই ম্যাচের ধারাভাষ্য দিলেন ভারতীয় টেনিস

কুইন সানিয়া মির্জা। সেখানে হার মানলেন বিশ্বের শীর্ষ মহিলা তারকা।

কেন অভিনব ছিল এই ম্যাচ ? আয়োজকরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানিয়েছিলেন, কোর্টে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে নারীরা ৯ শতাংশ ধীর গতির। তাহলে তো যুক্তির হিসাবে ম্যাচ হয়ে যাবে অসম। এর উপায়ও অবশ্য ঠিক করেন আয়োজকরা। কিরিয়সের মতো সার্ভ নির্ভর খেলোয়াড় যাতে বাড়তি সুবিধা না পেয়ে যান, সেই কারণে সাবালেঙ্কার কোর্ট প্রতিপক্ষের থেকে ৯ শতাংশ

ছোট করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দুই খেলোয়াড়ের জন্য দুটি কোর্ট হয়েছিল আলাদা।

এমন একটি অভিনব ম্যাচে নামার

আগে দুই প্রতিপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে তর্জনগর্জন করেছিলেন। মহিলাদের শীর্ষ তারকা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী না দেওয়ার পণ করে বলেছিলেন, কিরিয়সকে একচুলও জমি ছাড়ব না। অর্জি তারকাই বা চুপ থাকবেন কেন ? আমি ১০০ শতাংশ দিলে ও আমাকে হারাতে পারবেন না। বলে দেন কিরিয়সও। ম্যাচটিতে দুই তারকার জন্য আলাদা আলাদা কোর্ট তো বটেই। আরও কিছু নিয়মের বদল হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তিন সেটের ম্যাচ হবে। প্রথম দুই সেটের পর ফলাফল ১-১ থাকলে টাইব্রেকার হবে ১০ পয়েন্টের। সেখানেই হবে ফয়সালা। ম্যাচে অবশ্য সেসবের প্রয়োজন হয়নি। কারণ একেবারে ৩-৬, ৩-৬ স্ট্রেট সেটে হার মানেন সাবালেঙ্কা।

তবে দমে যেতে নারাজ বেলারুশিয়ান তারকা। তিনি বলেন, আমি প্রতিশোধ নিতে ভালোবাসি। আবারও চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। তাই আবারও খেলতে চাই। খুবই উপভোগ্য একটা ম্যাচ হয়েছে। জোরদার লড়াই করেছি। অনেক ভালো শট

মেরেছি।

কিছু ভালো ড্রপ শটও খেলেছি। নিক সতিই ভালো সার্ভ করেছে। তবে পরেরবার ওকে হারাব। কারণ আমি ওর শক্তি-দুর্বলতাগুলো জানি। নিশ্চিতভাবে আরও ভালো ম্যাচ হতে চলেছে। ২০২২ সালে উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছনো কিরিয়স বলেন, এটা সতিই কঠিন একটা ম্যাচ ছিল। সাবালেঙ্কা অনবদ্য খেলোয়াড়। একজন চ্যাম্পিয়ন। একাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছে। ও আমার সার্ভ অনেকবার ভেঙেছে। এখানে খেলাটা দুর্দান্ত একটা সুযোগ ছিল।

উল্লেখ্য, এই ধরনের প্রতিযোগিতা এই প্রথম নয়। ১৯৭৩ সালে এমনই একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই লড়াই বিখ্যাত হয়ে আছে ‘ব্যাটেল অফ সেক্সেস’ নামে।

সেই সময় বিশ্বের দু’নম্বর মহিলা তারকা বিলি জিন কিং হারিয়েছিলেন ববি রিগসকে। সাবালেঙ্কা-কিরিয়সের ম্যাচকে সেই কারণেই বলা হচ্ছিল ‘ব্যাটেল অফ সেক্সেস’-এর দ্বিতীয় পর্ব।

বিশ্বজয়ের পর হরমনপ্রীতের সঙ্গে কথা বন্ধের ভূমকি স্মৃতির ? নেপথ্য কারণ ফাঁস জেমাইমার কী নিয়ে ‘ঝামেলা’ দুই তারকার ?



শাহর থেকে ট্রফি নেন। হরমনপ্রীত জানান, জেমাইমা ও হারলিন দেওল তাঁকে ভাঙা নাচতে বলেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রথমে রাজি হননি হরমনপ্রীত। অবশেষে আসরে নামেন স্মৃতি। কীভাবে ? জেমাইমা

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : একজন অধিনায়ক, অন্যজন সহ-অধিনায়ক। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মন্ধানা। কিন্তু সেই বিশ্বজয়ের পর কি দুই তারকার মধ্যে কথা বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কীভাবেই বা সেই সমস্যা মিটল ? সব খবর জানালেন আরেক তারকা ক্রিকেটার জেমাইমা রডরিগেজ।

সম্প্রতি কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটাররা। তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না স্মৃতি মন্ধানা।

বিশ্বজয়ের পর স্মৃতির ব্যক্তিগত জীবনে ঝড় বয়ে গিয়েছে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙেছে। তবে কপিল শর্মার অনুষ্ঠানেও উঠল তাঁর কথা। আসলে কপিলের প্রশ্ন ছিল বিশ্বজয়ের পর সেই বিশেষ সেলিব্রেশন নিয়ে। ভাঙা নেচে আইসিসি চেয়ারম্যান জয়

জানান, হ্যারি দি আমাদের কথা এমনিও শোনে না।

প্রথম তো কথাটা গায়ে মাখেনি। কিন্তু তারপর স্মৃতি ঘোষণা করে, যদি তুমি ট্রফি তোলায় সময় ভাঙা না নাচো, তাহলে আমি কোনও দিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না। শেষমেশ কিন্তু হরমনপ্রীত ভাঙা নেচেই ট্রফি তোলেন। যা ভাইরাল হয়ে যায়।

বিশ্বজয়ের পর কীভাবে সেলিব্রেশন হয়েছিল, সেটাও জানান জেমাইমা। তিনি বলেন, আমরা ঘুমানোর কথা ভুলেও ভাবিনি।

শুধু নেচেই গিয়েছিলাম। আমরা প্রায় রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সেলিব্রেট করেছিলাম। স্টেডিয়ামের আলো নিভিয়ে আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিল। কিন্তু আমরা একেবারে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। একসঙ্গে আমাদের প্রথম বিশ্বজয় সেলিব্রেট করেছিলাম।

নতুন বছরে সারপ্রাইজ ! নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ফের বাইশ গজে কোহলি, প্রতিপক্ষ কে ?

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : এসেছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন।

ঘরের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনেই মাতিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে দুটি ম্যাচ খেলেছেন, রানও পেয়েছেন।

একপাশে নিজস্ব স্কিড ওয়েড বলেই সিরিজ। খবর। বিজয় হাজারে ট্রফিতে সুপারহিট কামব্যাক করেছিলেন দু’জনেই। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পারফরম্যান্সে আকাশপাতাল তফাত। মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে প্রথম বলেই আউট হন হিটম্যান।

একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের মতে, কোহলির দিল্লির হয়ে জানুয়ারির শুরুতে নামতে

চলেছেন। জানা গিয়েছে ৬ জানুয়ারি, রেলওয়েজের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন তিনি। তবে কোহলির সম্ভাবনা থাকলেও রোহিত আর মুম্বইয়ের হয়ে এই টুর্নামেন্টে নামবেন না।

দিল্লির হয়ে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৭৭ রান। ম্যাচের সেরাও হন তিনি। দুই ম্যাচে খেলে তাঁর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়েছেন। এর মধ্যে কোহলি দ্বিতীয় ম্যাচের সেরা হয়ে ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন।

১১ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। তার প্রস্তুতিও গুরু হয়ে যাবে।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আঙুনে ফর্মে ছিলেন রো-কো। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে কিছুটা বাধ্য হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমেছিলেন। ফিরে স্কিড

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আঙুনে ফর্মে ছিলেন রো-কো। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে কিছুটা বাধ্য হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমেছিলেন। ফিরে স্কিড

দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে সংশয়ের জায়গা নেই। এখানেই শেষ নয়, কোহলি আরও একটি ম্যাচ খেলে দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখতে চলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ১৩ ম্যাচে ৬৫১ রান করেছেন কোহলি।